তারিখ ... ২৫/১০/২০০০ ... ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...১......
২৯০

দৈনিক সংবাদ

ডিগ্রি পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে দু শতাধিক ভিজিলেন্স টিম

কৈলাস সরকার ॥ আগামী ১৮ই নভেম্বর হতে শুরু দেশব্যাপী ডিগ্রি পরীক্ষায় অবাধ নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে দুশতাধিক ভিজিলেন্স টিম গঠনসহ ৩টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন সূত্র জানায়, প্রতিবছর ডিগ্রি ও মাধ্যমিকসহ কলেজ পর্যায়ের প্রক্রিয়ায় অবাধ নকলের কারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে অনিয়ম এবং বদনাম হয়েছে। এজন্য ৬৪টি কেন্দ্র বাতিল, খুলনা বিভাগের পরীক্ষা শহরের কেন্দ্রে গ্রহণ ও দেশব্যাপী কলেজের পরীক্ষা বিনিময় প্রক্রিয়ায় গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও দলীয় প্রভাব কাজ করায় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এজন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি সে সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাসমূহ বাতিল করে দেয়।

সূত্র জানায়, এ সিদ্ধান্তসমূহ বাতিল করার পর নকল ও দুর্নীতি বন্ধের বিকল্প হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভিজিলেন্স টিম গঠনসহ ৩টি সিদ্ধান্ত নেয়। সূত্রমতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে দুশতাধিক ভিজিলেন্স টিম গঠন করেছে। এই টিমগুলো দেশব্যাপী প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শণ করবেন তারা প্রতিটি কেন্দ্রে গিয়ে প্রত্যেক পরীক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রতিটি টিমের নেতৃত্ব দেবেন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকগণ। সূত্রমতে বিশেষ করে বাংলা ও

ডিগ্রি পরীক্ষা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৪

ডিগ্রি পরীক্ষা ঃ নকল প্রতিরোধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ইংরেজি পরীক্ষার সময় ভিজিলেন্স টিমগুলো পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অধিক সময় অবস্থান করবেন। অন্য পরীক্ষাকালে তারা আকস্মিক পরিদর্শন করবেন। এই টিমগুলোকে উচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হবে। অন্য সিদ্ধান্তে যে সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্র অপরিবর্তিত থাকবে সেখানে বিনিময় প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের দিয়ে গার্ড দেয়ানো হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের শতকরা ৫০ ভাগ ও বাইরের কলেজের ৫০ ভাগ শিক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন। এই শিক্ষকরা যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে কিনা তাও ভিজিলেন্স টিম পর্যবেক্ষণ করবে। এছাড়া নকল প্রতিরোধ ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা নেয়া হবে। স্থানীয় মস্তান, কলেজ ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যাতে পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ব্যাহত না করতে পারে সেদিকে গুরুত্ব দেয়া হবে। সূত্র জানায়, কেন্দ্র পরিবর্তন করে পরীক্ষা গ্রহণের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের যে পরিবর্তন করা হয়েছে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে কিছু নীতিমালা তৈরি করেছে। যদি কোন কলেজের পরীক্ষার্থী সংখ্যা পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি হয় তাহলে ওই কলেজেই পরীক্ষা নেয়া হবে। সেক্ষেত্রে উল্লিখিত বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন কেন্দ্র পরিবর্তনের ফলে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে যায় বা পরিবর্তিত কেন্দ্রের যাতায়াত ব্যবস্থা ও থাকার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও কেন্দ্র পরিবর্তন করা, হবে না। এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, নকল প্রতিরোধ ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কর্তৃপক্ষ বেশকিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, নকল বন্ধ ও আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি তাদেরকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। উপাচার্য আরো বলেন কেন্দ্র বাতিল ও পরিবর্তনের বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন করে বিবেচনা করবে। তবে তা সময় সাপেক্ষ।